হাতের চিকিৎসার জন্য জাহিদ এখন অষ্ট্রেলিয়ায়

জাহিদ হাসানের বয়স এগারো। বাড়ি রাজশাহী জেলার নওহাটা। দরিদ্র বাবা মার বড় সন্তান সে। জাহিদের বয়স যখন তিন তখন গরম ছাইয়ের মধ্যে পড়েগিয়ে ওর ডান হাতটি মারাত্বক ভাবে পুড়ে যায়। সুষ্ঠ চিকিৎসার অভাবে হাতটি ভাজ হয়ে এখন সম্পুর্ন অকেজো হয়ে গেছে। গত ৮ বছর ধরে

স্থানিয় প্রতিবন্ধী স্বেচ্ছাসেবী সোসাইটি জাহিদকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব নিজামূল হুদা তিন বছর আগে ঢাকায় জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ হাসপাতালে জাহিদকে দেখান। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তিনি ইন্টানেটের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ-খবর করতে থাকেন। প্রতিবন্ধী স্বেচ্ছাসেবী সোসাইটি সহায়তায় জাহিদের লেখপড়া চলতে থাকে। সম্প্রতি জাহিদ ৫ম শ্যেণীতে বৃত্তি পেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে।

জনাব নিজামূল হুদা ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার চাইল্ড ফাষ্ট ফাউন্ডেশন নামের একটি সংস্থার সঙ্গে ইন্টানেটের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং জাহিদের চিকিৎসার জন্য আবেদন করেন। তারা জাহিদের শরীরের ক্ষতিগ্রস্থ অংশটির ছবি এবং অন্যান্য পরক্ষি-নিরীক্ষার কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ওর প্লাস্টিক সার্জারীর জন্য সহায়তা দিতে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদ গত ২২ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে চিকিৎসার জন্য মেলবোর্নে এসে পৌছায়। জাহিদের যাওয়া-আসা, থাকা এবং চিকিৎসার যাবতীয় খরচ চাইল্ড ফাষ্ট ফাউন্ডেশন (www.childrenfirstfoundation.com) বহন করবে।

সুদূর প্রবাসে এই ছোট্ট ছেলেটিকে সাহস এবং উৎসাহ দেবার জন্য মেলবোর্ণের বাংলাদেশ কমিউনিটির সহযোগিতা কামনা করেছেন চাইল্ড ফাষ্ট ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগন। জাহিদের সাথে দেখা করতে চাইলে যেকোন কর্মদিবসে ৯টা থেকে ৫টার মধ্যে **(03) 57810356** অথবা **0418 877 731** নাম্বারে **Angela** অথবা **Kate** এর সাথে যোগাযোগ করুন।